Compile Press Coverage

Inaugural Programme to the Livelihoods Support to Released Prisoners

Date-17.01.2021

Venue: Kara Convention Center, Prisons Directorate

Jointly Organised by: Prisons Directorate and Dhaka Ahsania Mission (DAM)

Technical Assistance: Rule of Law Progrmme, GIZ Bangladesh on behalf of German and British Government

উন্নয়নের মূলধারায়
আলোকিত বাংলাদেশ

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্তদের পুনর্বাসনে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ

১৮:২৭, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

‘কারাগার হবে সংশোধনাগার’- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারাবন্দিদের অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত করে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ কারা অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় আজ বুধবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের মাঝে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

ঢাকাস্থ কারা কনভেনশন সেন্টারে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি। বন্দিদের মাঝে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণকালে তিনি বলেন, “প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় কারাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বন্দিসহ কারা কর্মকর্তাদের মানবিক এবং প্রশাসনিক বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বিদ্যমান ‘কারা আইন’ সংশোধন করে আধুনিক ও সময়োপযোগী আইন প্রণয়নের উদ্যোগ হিসেবে কারা অধিদপ্তর এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে সরকার ‘বাংলাদেশ প্রিজন্স এন্ড কারেকশনাল সার্ভিসেস এ্যাক্ট’ প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সহায়তার জন্য জার্মান সরকার ও বৃটিশ সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।”

স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর-এর পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোমিনুর রহমান মামুনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ) ড. তরুণ কান্তি শিকদার, বাংলাদেশস্থ জার্মান দূতাবাসের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত পিটার ফারেনহোল্টজ, বাংলাদেশে নিযুক্ত সম্মানিত ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসন, রুল অব ল প্রোগ্রামের প্রধান মিজ প্রমিতা সেনগুপ্ত এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম।

জার্মান রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যে বলেন, “আজকের গৃহীত উদ্যোগটি বাংলাদেশ কারা বিভাগের সংশোধনাগারের পরিণত হবার পথে একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। কারাভ্যন্তরে বন্দিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের বিষয়ে আমরা গুরুত্বের সাথে সহযোগিতা প্রদান করছি। প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব কারাভ্যন্তরে ও সমাজে কারাবন্দিদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে সফল করতে পারে। জার্মানি এই সহযোগিতায় যুক্তরাজ্য

সরকারের পাশে থাকতে পেরে আনন্দিত। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ আইন সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে আমরা বাংলাদেশ সরকারের পাশে আছি।"

ব্রিটিশ হাইকমিশনার বলেন, "আজকের এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশের কারাবন্দি এবং তাদের পরিবারের সদস্য যারা যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও বাংলাদেশের মধ্যে অংশীদারিত্ব থেকে উপকৃত হচ্ছেন তাদের জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনাকে উদযাপন করছে। দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম সহযোগী যুক্তরাজ্য সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার বিষয়ক কাজে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আমি আনন্দিত যে সমাজে নিজেদের টেকসইভাবে পুনর্বাসিত করতে অনেক মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিরা এই যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে জীবন-জীবিকার সহায়তা পাবে। আমাদের এই যৌথ প্রকল্পটি যেভাবে বাংলাদেশের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কোভিড-১৯ অতিমারীর চ্যালেঞ্জ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে তা দেখেও আমি সন্তুষ্ট।"

ড. তরুণ কান্তি শিকদার বলেন, "কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তরে যথাযথ জনবল নিয়োগ, দক্ষতা বৃদ্ধি, বাজেট বরাদ্দ, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়সমূহকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করছে।"

ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, যথাযথ আইনের সংস্কার, কারা সংস্কারসহ ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে জিআইজেড যৌথভাবে কাজ করছে উল্লেখ করে মিজ প্রমিতা সেনগুপ্ত বলেন, "৩৫% কারাবন্দি মাদকনির্ভরশীল যা একটি অসুস্থতা, এজন্য চিকিৎসা প্রয়োজন। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চিকিৎসা, কাউন্সেলিং ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এসকল বন্দিকে পুনর্বাসন করতে পারলে কারাগারের বন্দিসংখ্যাও হ্রাস হবে।"

কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তরে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের কারা কর্তৃপক্ষের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানিয়ে কারা মহাপরিদর্শক বলেন, "প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বন্দিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনসহ যথাযথ আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে কারা অধিদপ্তর সচেষ্ট। আজকের এই আয়োজন সেই প্রচেষ্টারই ধারাবাহিকতা।"

উল্লেখ্য, করোনাকালীন সময়ে গৃহীত সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে কারা অধিদপ্তর ও জিআইজেড-এর প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঢাকা আহছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে সেলাই মেশিন, ইলেক্ট্রনিক টুলবক্স, ভাসমান টি-স্টলের জন্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রসহ বিভিন্ন জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

'রুল অব ল' প্রোগ্রামটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির একটি যৌথ উদ্যোগ। সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এই প্রোগ্রামটি বাস্তবায়নে কারা অধিদপ্তরকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে জিআইজেড। এতে অর্থ সহায়তা করছে জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন (বিএমজেড) এবং ব্রিটিশ সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)। বিচার ব্যবস্থা এবং কারাগার সংস্কারের বিশেষ করে বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, কারাগারে বন্দিসংখ্যা হ্রাস করে ন্যায়বিচারে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের ২৬টি জেলায় সহযোগী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) মাধ্যমে রুল অব ল প্রোগ্রামটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

Source-
https://www.alokitobangladesh.com/national/38222/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3

কালের কণ্ঠ

কারাগারে ঢুকে কেউ যেন বড় অপরাধী না হয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ ০০:০০ |

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, ‘অনেক সময় ছোটখাটো অপরাধে কারাগারে ঢুকে বড় বড় অপরাধীর সঙ্গে মিশে বন্দিরা আরো বড় অপরাধী হয়ে বের হয়। সেটা যেন না হতে পারে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।’ গতকাল বুধবার সকালে পুরান ঢাকার কারা কনভেনশন সেন্টারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের মধ্যে জীবিকায়নসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি জানান, ‘পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কারাগারের পরিবেশ উন্নয়নে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে

Source-https://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2021/02/18/1006064?fbclid=IwAR1XuAUdz0Gn4ioVh-h--yqPHIe8QaXphbo_OAZXYcjtYW9cdYSOXf7wr28

THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর

কারা আইন সময়োপযোগী করার কাজ চলছে

-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

যুগান্তর প্রতিবেদন

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ১২:০০ এএম |

কারা আইনকে আধুনিক ও সময়োপযোগী করতে সরকার গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। বুধবার পুরান ঢাকার কারা কনভেনশন সেন্টারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের মধ্যে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান। মন্ত্রী বলেন, কারা আইন সংশোধন করে আধুনিক ও সময়োপযোগী আইন হিসেবে প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়ে কারা অধিদপ্তর এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে সরকার 'বাংলাদেশ প্রিজন্স অ্যান্ড কারেকশনাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট' প্রণয়ন করতে যাচ্ছে।

কারাগার হবে সংশোধনাগার- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারাবন্দিদের অপরাধপ্রবণতা থেকে মুক্ত করে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ কারা অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এ আয়োজন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় কারাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বন্দিসহ কারা কর্মকর্তাদের মানবিক এবং প্রশাসনিক বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে করোনাকালীন গৃহীত সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে কারা অধিদপ্তর ও জিআইজেড এর প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঢাকা আহছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে সেলাই মেশিন, ইলেকট্রনিক টুলবক্স, ভাসমান টি-স্টলের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ বিভিন্ন জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

Source-https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/394394/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A7%87?fbclid=IwAR36dQwu1XeN9nJJWexjG2LbPj4h2D000QH_iBem5KzNuf5LJceddmVGmEY

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে

১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০২১

কারাগার হবে সংশোধনাগার

কারা কনভেনশন সেন্টারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, কারাগার হবে সংশোধনাগার। আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারাবন্দিদের অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত করে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ কারা অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতা আজকের এ আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় কারাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বন্দিসহ কারা কর্মকর্তাদের মানবিক এবং প্রশাসনিক বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

গতকাল ঢাকার কারা কনভেনশন সেন্টারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের মাঝে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোমিনুর রহমান মামুনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ) ড. তরুণ কান্তি শিকদার, বাংলাদেশস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূত পিটার ফারেনহোল্টজ,বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসন, অতিরিক্তি কারা মহাপরিদর্শক কর্ণেল আবরার হোসেন, রুল অব ল প্রোগ্রামের প্রধান প্রমিতা সেনগুপ্ত, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি রফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর-এর পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

কারামুক্ত বন্দিদের মাঝে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ

অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কারা আইনকে সংশোধন করে আধুনিক ও সময়োপযোগি আইন হিসেবে প্রণয়নের উদ্যোগ হিসেবে কারা অধিদপ্তর এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশ প্রিজন্স এন্ড কারেকশনাল সার্ভিসেস এ্যাক্ট প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সহায়তার জন্য জার্মান সরকার ও বৃটিশ সরকারকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

Source: https://www.dailyinqilab.com/epaper/index.php?issue_date=2021-02-18&page=8

কারামুক্ত বন্দিদের মধ্যে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ

ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

আপডেট: ০১১৫ ঘণ্টা, ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০২১

ঢাকা: বিচার ব্যবস্থা ও কারাগার সংস্কার, বিশেষ করে বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিস্পত্তি, কারাগারে বন্দি সংখ্যা হ্রাস করে ন্যায়বিচারে মানুষের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের ২৬টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে 'রুল অফ ল' প্রোগ্রাম।

কারাবন্দিদের অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত করে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়েছে।

জিআইজেড ও বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষাসেবা বিভাগ বাস্তবায়িত এই কাজে সহায়তা করছে জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন এবং যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ্ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস।

এরই ধারাবাহিকতায় বুধবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) ঢাকার কারা কনভেনশন সেন্টারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের হাতে জীবিকায়ন সামগ্রী যেমন, সেলাই মেশিন, ইলেকট্রনিক টুলবক্স, কম্পিউটার ইত্যাদি তুলে দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান এমপি, বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসন ও জার্মান রাষ্ট্রদূত পিটার ফারেনহোল্টজ।

ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসন বলেন, আমি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আনন্দিত। আজকের এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশের কারাবন্দি এবং তাদের পরিবারের সদস্য যারা যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও বাংলাদেশের মধ্যে অংশীদারিত্ব থেকে উপকৃত হচ্ছেন তাদের জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনাকে উদযাপন করছে।

দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম সহযোগী যুক্তরাজ্য সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার বিষয়ক কাজে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আমি আনন্দিত যে সমাজে নিজেদের টেকসইভাবে পুনর্বাসিত করতে অনেক মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিরা এই যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে জীবন-জীবিকার সহায়তা পাবে।

আমাদের এই যৌথ প্রকল্পটি যেভাবে বাংলাদেশের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কোভিড-১৯ অতিমারির চ্যালেঞ্জ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে তা দেখেও আমি সন্তুষ্ট।

অনুষ্ঠানের উপস্থি ছিলেন- কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোমিনুর রহমান মামুন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. তরুণ কান্তি শিকদার, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সভাপতি রফিকুল আলম এবং 'রুল অফ ল' প্রোগ্রামের প্রধান প্রমিতা সেনগুপ্ত।

Source:
https://www.banglanews24.com/national/news/bd/841878.details?fbclid=IwAR21k90xSxThY15kF3MmbXvGRJh_APd-wvrMcld1hHM4zBNS-hadI3kshWw

The Daily Star

12:00 AM, February 18, 2021 / LAST MODIFIED: 12:02 AM, February 18, 2021

Jails to be turned into correction centers: Home minister

Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal. File photo

Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal today said the prisons will be turned into correction centres to rehabilitate prisoners back to normal life in line with the direction of Prime Minister Sheikh Hasina.

Quoting the prime minister saying "Prisons will be correction centres", he said the Department of Prisons has taken pragmatic steps to bring back the prisoners to normal life in line with the directions of the prime minister.

The minister said this while distributing livelihood materials among trained prisoners at a programme in the city's Kara Convention Center as the chief guest.

Asaduzzaman Khan Kamal said the present government is going to enact "Bangladesh Prisons and Correctional Services Act" through the Department of Prisons and the Inter-Ministerial Committee to enact modern and timely laws by amending the existing Prisons Act.

Source-https://www.thedailystar.net/country/news/jails-be-turned-correction-centers-home-minister-2046749

কারা আইন আধুনিক ও সময়োপযোগী করতে সরকার কাজ করছে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০২১Osman GoniLeave A CommentOn কারা আইন আধুনিক ও সময়োপযোগী করতে সরকার কাজ করছে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বিএনএ, ঢাকা : বিদ্যমান কারা আইন আধুনিক ও সময়োপযোগী করতে সরকার গুরুত্বের সাথে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল। বুধবার(১৭ ফেব্রুয়ারী) পুরান ঢাকার কারা কনভেনশন সেন্টারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের মাঝে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন।
কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোমিনুর রহমান মামুনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ) ড. তরুণ কান্তি শিকদার, বাংলাদেশস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূত পিটার ফারেন হোল্টজ, বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসন, অতিরিক্তি কারা মহাপরিদর্শক কর্ণেল আবরার হোসেন, রুল অব ল প্রোগ্রামের প্রধান প্রমিতা সেনগুপ্ত, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি রফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত বর্তমান সরকার কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে রূপান্তরে বদ্ধ পরিকর। পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কারাগারের পরিবেশ উন্নয়নে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় কারাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বন্দিদের জন্য নানারকম সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, বন্দিদের সঙ্গে কারা প্রশাসন ও কারারক্ষীদের মানবিক আচরণসহ আরও অনেক ইতিবাচক উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা কারা প্রশাসন পরিচালনা করছি। এছাড়াও কারাগারের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার বিদ্যমান কারা আইন সংশোধন করে আধুনিক ও সময়োপযোগি আইন হিসেবে প্রণয়নের উদ্যোগ হিসেবে কারা অধিদপ্তর এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশ প্রিজন্স এন্ড কারেকশনাল সার্ভিসেস এ্যাক্ট প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। এ আইন প্রণয়নের মূল লক্ষ্য হবে কারাগারগুলোকে সংশোধনাগার ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করা।

তিনি বলেন, এক সময় কারাগারে কয়েদিদের মানবেতর জীবন-যাপন করতে হতো। সমাজের সংস্কার নিয়ে আসা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই সংস্কারের জন্য মানুষের মানসিকতায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা দরকার। কারাগারে থেকে যেন বড় অপরাধী তৈরি না হয়, সেদিকে সর্তক থাকতে হবে। অনেক সময় ছোটখাটো অপরাধে কারাগারে ঢুকে বড়-বড় অপরাধীদের সঙ্গে মিশে বন্দিরা আরও বড় অপরাধী হয়ে বের হয়। সেটা যেন না হতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারাবন্দিদের প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনমুখী কাজের মধ্যদিয়ে অপরাধ প্রবণতা থেকে বের করে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিতে হবে। কারাগারে উৎপাদনমূলক কাজের সঙ্গে বন্দিদের আরও বেশী সম্পৃক্ত করতে হবে। মজুরি জমিয়ে রাখলে কারাজীবন শেষে সেই অর্থ পরিবারে নিয়ে যেন তারা কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। অপরাধীদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা আমাদের সবার দায়িত্ব।

মন্ত্রী আরও বলেন, কারাগারকে বন্দিদের জন্য সংশোধনগার হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার যথেষ্ট আন্তরিক। এরই ধারাবাহিকতায় কারা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য রাজশাহীতে গড়ে উঠছে কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি। অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে সিলেট, কিশোরেগঞ্জ, ফেনী, পিরোজপুর ও মাদারীপুর কারাগার নবনির্মিত স্থাপনায় স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে কারাগারের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ হাজার ৯৫০ জনেরও অধিক।

গত বছরের শেষের দিকে নারী বন্দীদের জন্য আধুনিক সুবিধা নিয়ে কেরাণীগঞ্জে উদ্বোধন হয়েছে মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার। কারাগারটিতে কিশোরীদের জন্য রয়েছে আলাদা ভবন। যে বন্দীদের সন্তান রয়েছে তাদের জন্য রয়েছে ডে কেয়ার সেন্টার, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, পাঠাগার, ওয়াশিং প্ল্যান্ট এবং মানসিকভাবে অসুস্থ বন্দীদের জন্য আলাদা ওয়ার্ডের ব্যবস্থা। বন্দিদের দীর্ঘদিনের সকালের নাস্তায়া শুধুমাত্র রুটি ও গুড়ের পরিবর্তে সপ্তাহের ৪ দিন সবজি-রুটি, ২দিন খিচুড়ি ও ১দিন হালুয়া-রুটি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন আমল থেকে প্রচলিত কারাগারে আটক বন্দিদের প্রাপ্য ৩টি কম্বলের মধ্যে ১টি কম্বলের পরিবর্তে ১টি শিমুল তুলার বালিশ সরবরাহের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ স্থাপন এবং বন্দির মানষিক স্বাস্থ্য নিশ্চিতে স্বজনদের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কারা অধিদপ্তর আয়োজিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচীটি একটি প্রশংনীয় উদ্যোগ। তবে এটি সামগ্রী বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আধুনিক কারা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সাজাপ্রাপ্ত কারাবন্দির সংশোধন ও পূর্নবাসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেনটেন্স প্ল্যানিং বা সাজা পরিকল্পনা উদ্যোগটি বাস্তবায়নে জার্মান সরকার ও বৃটিশ সরকারের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোমিনুর রহমান মামুন বলেন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বন্দিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনসহ যথাযথ আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি। এরই অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের মাঝে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

জার্মান রাষ্ট্রদূত বলেন, উদ্যোগটি বাংলাদেশ কারা বিভাগের সংশোধনাগারের পরিণত হবার পথে একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। কারাভ্যন্তর বন্দিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের বিষয়ে আমরা গুরুত্বরে সাথে সহযোগিতা প্রদান করছি। প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারীত্ব কারাভ্যন্তরে ও সমাজে কারাবন্দিদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে সফল করতে পারে। জার্মানী এই সহযোগিতায় যুক্তরাজ্য সরকারের পাশে থাকতে পেরে আনন্দিত। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ আইন সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে আমরা বাংলাদেশ সরকারের পাশে আছি।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার বলেন, কারাবন্দি এবং তাদের পরিবরের সদস্য যারা যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও বাংলাদেশের মধ্যে অংশীদারিত্ব থেকে উপকৃত হচ্ছেন তাদের জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনাকে উদযাপন করছে। দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম সহযোগী যুক্তরাজ্য সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার বিষয়ক কাজে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আমি আনন্দিত যে সমাজে নিজেদের টেকসইভাবে পুনর্বাসিত করতে অনেক মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিরা এই যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে জীবন-জীবিকার সহায়তা পাবে।

উল্লেখ্য, করোনাকালীন গৃহীত সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে কারা অধিদপ্তর ও জিআইজেড এর প্রকল্প বাস্তবায়নকারি সংস্থা ঢাকা আহছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে সেলাই মেশিন,ইলেক্ট্রনিক টুলবক্স, ভাসমান টি স্টলের জন্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রসহ বিভিন্ন জীবিকায়ন সামগ্রী নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হয়। রুল অব ল' প্রোগ্রাম বাংলাদেশ সরকার এবং ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর একটি যৌথ উদ্যোগ। সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে এ প্রোগ্রামটি বাস্তবায়নে কারা অধিদপ্তরকে কারিগরি সহায়তা করছে জিআইজেড। আর অর্থ সহায়তা করছে জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন (বিএমজেড) এবং ব্রিটিশ সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)। বিচার ব্যবস্থা এবং কারাগার সংস্কারের বিশেষ করে বিচারাধীন মামলার দ্রæত নিষ্পত্তি, কারাগারে বন্দিসংখ্যা হ্রাস করে ন্যায়বিচারে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের ২৬টি জেলায় সহযোগি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

Source: http://bnanews24.com/17/02/2021/81398/?fbclid=IwAR2xEv8kVEIFySZ2U3lFBv-VuEUfRGhj0pc95XzKef4AlVC6k29I6enl4js

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্তদের পুনর্বাসনে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ

নিউজজি প্রতিবেদক ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১, ১৮:৪৯:০৬

ঢাকা: ‘কারাগার হবে সংশোধনাগার’- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারাবন্দিদের অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত করে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ কারা অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

তারই ধারাবাহিকতায় আজ বুধবার এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের মাঝে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

ঢাকাস্থ কারা কনভেনশন সেন্টারে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান।

বন্দিদের মাঝে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় কারাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বন্দিসহ কারা কর্মকর্তাদের মানবিক এবং প্রশাসনিক বিষয়সমুহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বিদ্যমান ‘কারা আইন’ সংশোধন করে আধুনিক ও সময়োপযোগি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ হিসেবে কারা অধিদপ্তর এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে সরকার ‘বাংলাদেশ প্রিজন্স এন্ড কারেকশনাল সার্ভিসেস এ্যাক্ট’ প্রণয়ন করতে যাচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সহায়তার জন্য জার্মান সরকার ও বৃটিশ সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর-এর পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মোমিনুর রহমান মামুন- এর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ) ড. তরুণ কান্তি শিকদার, বাংলাদেশস্থ জার্মান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত পিটার

ফারেনহোল্টজ, বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসন, রুল অব ল প্রোগ্রামের প্রধান মিজ প্রমিতা সেনগুপ্ত এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর সভাপতি রফিকুল আলম।

জার্মান রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যে বলেন, আজকের গৃহীত উদ্যোগটি বাংলাদেশ কারা বিভাগের সংশোধনাগারের পরিণত হবার পথে একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। কারাভ্যন্তরে বন্দিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের বিষয়ে আমরা গুরুত্বরে সাথে সহযোগিতা প্রদান করছি। প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারীত্ব কারাভ্যন্তরে ও সমাজে কারাবন্দিদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে সফল করতে পারে। জার্মানী এই সহযোগিতায় যুক্তরাজ্য সরকারের পাশে থাকতে পেরে আনন্দিত। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ আইন সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে আমরা বাংলাদেশ সরকারের পাশে আছি।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশের কারাবন্দি এবং তাদের পরিবারের সদস্য যারা যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও বাংলাদেশের মধ্যে অংশীদারিত্ব থেকে উপকৃত হচ্ছেন তাদের জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনাকে উদযাপন করছে। দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম সহযোগী যুক্তরাজ্য সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার বিষয়ক কাজে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

তিনি বলেন, আমি আনন্দিত যে সমাজে নিজেদের টেকসইভাবে পুনর্বাসিত করতে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিরা এই যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে জীবন-জীবিকার সহায়তা পাবে। আমাদের এই যৌথ প্রকল্পটি যেভাবে বাংলাদেশের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কোভিড-১৯ অতিমারীর চ্যালেঞ্জ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে তা দেখেও আমি সন্তুষ্ট।

ড. তরুণ কান্তি শিকদার বলেন, কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তরে যথাযথ জনবল নিয়োগ, দক্ষতাবৃদ্ধি, বাজেট বরাদ্দ, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয় সমূহকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করছে।

ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, যথাযথ আইনের সংস্কার, কারা সংস্কারসহ ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে জিআইজেড যৌথভাবে কাজ করছে উল্লেখ করে মিজ প্রমিতা সেনগুপ্ত বলেন, ৩৫% কারাবন্দি মাদকনির্ভরশীল যা একটি অসুস্থতা, এজন্য চিকিৎসা প্রয়োজন। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমুহের সাথে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে চিকিৎসা, কাউন্সেলিং ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এসকল বন্দিকে পুনর্বাসন করতে পারলে কারাগারের বন্দিসংখ্যাও হ্রাস হবে।

কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তরে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের কারা কর্তৃপক্ষের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানিয়ে কারা মহাপরিদর্শক বলেন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বন্দিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনসহ যথাযথ আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে কারা অধিদপ্তর সচেষ্ট। আজকের এই আয়োজন সেই প্রচেষ্টারই ধারাবাহিকতা।

উল্লেখ্য, করোনাকালীন সময়ে গৃহীত সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে কারা অধিদপ্তর ও জিআইজেড এর প্রকল্প বাস্তবায়নকারি সংস্থা ঢাকা আহছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে সেলাই মেশিন, ইলেক্ট্রনিক টুলবক্স, ভাসমান টি স্টলের জন্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রসহ বিভিন্ন জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

‘রুল অব ল’ প্রোগ্রামটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর একটি যৌথ উদ্যোগ। সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এই প্রোগ্রামটি বাস্তবায়নে কারা অধিদপ্তরকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে জিআইজেড। এতে অর্থ সহায়তা করছে জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন (বিএমজেড) এবং ব্রিটিশ সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)। বিচার ব্যবস্থা এবং কারাগার সংস্কারের বিশেষ করে বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, কারাগারে বন্দিসংখ্যা হ্রাস করে ন্যায়বিচারে সাধারণ মানুষের

প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের ২৬টি জেলায় সহযোগি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) মাধ্যমে রুল অব ল প্রোগ্রামটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

Source: https://m.newsg24.com/bangladesh-news/89754/find-out

কারা আইন আধুনিক ও সময়োপযোগী করতে সরকার কাজ করছেঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রকাশিত: ১০:০০ পিএম, ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০২১

বিদ্যমান কারা আইন আধুনিক ও সময়োপযোগী করতে সরকার গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল।

বুধবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) পুরান ঢাকার কারা কনভেনশন সেন্টারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের মধ্যে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে একথা জানান মন্ত্রী।

আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেন, কারা আইন সংশোধন করে আধুনিক ও সময়োপযোগী আইন হিসেবে প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়ে কারা অধিদপ্তর এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে সরকার 'বাংলাদেশ প্রিজন্স অ্যান্ড কারেকশনাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট' প্রণয়ন করতে যাচ্ছে।

কারাগার হবে সংশোধনাগার- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারাবন্দিদের অপরাধপ্রবণতা থেকে মুক্ত করে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ কারা অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এ আয়োজন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় কারাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বন্দিসহ কারা কর্মকর্তাদের মানবিক এবং প্রশাসনিক বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোমিনুর রহমান মামুন বলেন, কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তরে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে কারা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বন্দিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনসহ যথাযথ আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি। এরই অংশ হিসেবে আজ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের মধ্যে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে জার্মান রাষ্ট্রদূত পিটার ফারেনহোল্টজ বলেন, আজকের গৃহীত উদ্যোগটি বাংলাদেশ কারা বিভাগের সংশোধনাগারের পরিণত হওয়ার পথে একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। কারা অভ্যন্তরে বন্দিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের বিষয়ে আমরা গুরুত্বের সঙ্গে সহযোগিতা দিচ্ছি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ আইন সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে আমরা বাংলাদেশ সরকারের পাশে আছি।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসন বলেন, আজ বাংলাদেশের কারাবন্দি এবং তাদের পরিবারের সদস্য যারা যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও বাংলাদেশের মধ্যে অংশীদারিত্ব থেকে উপকৃত হচ্ছেন তাদের জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনাকে উদযাপন করছে। আমি আনন্দিত যে সমাজে নিজেদের টেকসইভাবে পুনর্বাসিত করতে অনেক মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দি এই যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে জীবন-জীবিকার সহায়তা পাবে।

Source-
https://bn.mpnews.com.bd/?p=51230&fbclid=IwAR35qg7o13GnultCabqIV6ouRAImGBSSqR31RuR9moeTA2D3F5VmWUTSdew

DHAKA POST

কারাগার হবে পুনর্বাসন কেন্দ্র: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ২০:০৬

কারা অধিদপ্তর আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল

দেশের প্রতিটি কারাগারকে পুনর্বাসন কেন্দ্র ও সংশোধনাগারে রূপান্তর করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। বুধবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর পুরান ঢাকার কারা কনভেনশন সেন্টারে কারা অধিদপ্তর আয়োজিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে তিনি একথা জানান।

আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় কারাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বন্দিদের জন্য নানা সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণসহ আরও অনেক ইতিবাচক উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা প্রশাসন পরিচালনা করছি। এছাড়াও কারাগারে সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার বিদ্যমান কারা আইন সংশোধন করে বাংলাদেশ প্রিজনস অ্যান্ড কারেকশনাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। এ আইন প্রণয়নের মূল লক্ষ্য হবে প্রতিটি কারাগারকে সংশোধনাগার ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করা। তিনি বলেন, সমাজে সংস্কার নিয়ে আসা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ সংস্কারের জন্য মানুষের মানসিকতায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা দরকার। কারাগার থেকে যেন বড় অপরাধী তৈরি না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। অনেক সময় ছোটখাটো অপরাধে কারাগারে ঢুকে বড় বড় অপরাধীর সঙ্গে মিশে বন্দিরা আরও বড় অপরাধী হয়ে বের হয়। এমনটা যেন না হতে পারে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। কারাবন্দিদের প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনমুখী কাজের মধ্য দিয়ে অপরাধপ্রবণতা থেকে বের করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, সরকার কারাগারকে বন্দিদের জন্য সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে যথেষ্ট আন্তরিক। এ লক্ষ্যে কারা বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য রাজশাহীতে গড়ে উঠেছে কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি। অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে সিলেট, কিশোরগঞ্জ, ফেনী, পিরোজপুর ও মাদারীপুর কারাগার নবনির্মিত স্থাপনায় স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে কারাগারে ধারণ ক্ষমতার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ হাজার ৯৫০ জনেরও অধিক। এছাড়া গত বছরের শেষদিকে নারী বন্দিদের জন্য আধুনিক সুবিধা নিয়ে কেরানীগঞ্জে উদ্বোধন হয়েছে মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার। কারাগারটিতে কিশোরদের জন্য রয়েছে আলাদা ভবন। যেসব বন্দিদের সন্তান রয়েছে তাদের জন্য রয়েছে

ডে-কেয়ার সেন্টার, হাসপাতাল, বিদ্যালয় পাঠাগার ওয়াশিং প্লান্ট। মানসিকভাবে অসুস্থ বন্দিদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড এর ব্যবস্থা রয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বন্দিদের দীর্ঘদিনের সকালের নাস্তায় শুধুমাত্র রুটি ও গুড়ের পরিবর্তে সপ্তাহে চারদিন সবজি রুটি, দুইদিন খিচুড়ি ও একদিন হালুয়া রুটি দেওয়া হচ্ছে। উপনিবেশিক শাসনামল থেকে প্রচলিত কারাগারে আটক বন্দিদের তিনটি কম্বলের মধ্যে একটি কম্বলের পরিবর্তে এখন একটি শিমুল তুলার বালিশ দেওয়া হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপন এবং বন্দির মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে স্বজনদের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সুযোগও দেওয়া হয়েছে।

কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোমিনুর রহমান মামুন বলেন, কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তরে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে কারা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বন্দিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনসহ যথাযথ আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি। এরই অংশ হিসেবে আজ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত বন্দিদের মধ্যে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে জার্মান রাষ্ট্রদূত পিটার ফারেনহোল্টজ বলেন, আজকের উদ্যোগটি প্রশংসনীয়। কারাগারের ভেতরে বন্দিদের যথাযথ প্রশিক্ষণে আমরা গুরুত্বের সঙ্গে সহযোগিতা করছি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ আইন সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে আমরা বাংলাদেশ সরকারের পাশে আছি।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসন বলেন, আজ বাংলাদেশের কারাবন্দি এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব থেকে উপকৃত হচ্ছেন। আমি আনন্দিত যে, অনেক মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দি আমাদের যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে জীবন-জীবিকার জন্য সহায়তা পাবেন।

অনুষ্ঠানে করোনাকালীন গৃহীত সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কারা অধিদপ্তর ও জিআইজেড এর প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঢাকা আহছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে সেলাই মেশিন, ইলেক্ট্রনিক টুলবক্স, ভাসমান টি স্টলের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ বিভিন্ন জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে এ প্রোগ্রামটি বাস্তবায়নে কারা অধিদপ্তরকে কারিগরি সহায়তা করছে জিআইজেড। এতে অর্থ সহায়তা করছে জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন (বিএমজেড), ব্রিটিশ সরকারের ফরেন কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ) ড. তরুণ কান্তি শিকদার, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল আবরার হোসেন, রুল অব ল প্রোগ্রামের প্রধান প্রমিতা সেনগুপ্ত, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সভাপতি রফিকুল আলম প্রমুখ।

Source: dhakapost.com/national/কারাগার-হবে-পুনর্বাসন-কেন্দ্র-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী